মুজিবনগরে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা

“উন্নত পল্লী সমৃদ্ধ দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে উৎসবমুখর পরিবেশে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস ২০২৬ উদযাপিত হয়েছে।

সোমবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), মুজিবনগর-এর যৌথ আয়োজনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বর্ণাঢ্য র্যালি, উপজেলা পরিষদ চরে বৃক্ষরোপণ এবং পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সকালে উপজেলা চত্বরেজাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়। পরে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এসে শেষ হয়ে উপজেলা পরিষদ চত্বরে একটি ফলজ বৃক্ষ রোপন করা হয়। এরপর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় উপজেলা বিআরডিপি কর্মকর্তা আলীর সভাপতি কে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)সাইফুল হুদা ।এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে পল্লী অঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গ্রামীণ অর্থনীতির চিত্র বদলে গেছে।

বিআরডিবি-এর বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারী ও পুরুষদের স্বাবলম্বী করে তোলা হচ্ছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত

‘সমৃদ্ধ বাংলাদেশ’ গড়তে হলে আমাদের গ্রামীণ জনপদের প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে এবং উপজেলা প্রশাসন এ লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।”

সভায় বিশেষ অতিথি বক্তব্যে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)উত্তম কুমার দাস আইন-শৃঙ্খলা ও সামাজিক সুরক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেন, “একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও পল্লী উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো টেকসই শান্তি ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ। গ্রামীণ জনপদে অপরাধ, মাদক এবং সামাজিক অবক্ষয় রোধে পুলিশ প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে। পল্লী অঞ্চলের মানুষ যাতে নির্ভয়ে তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন, তার জন্য পুলিশি নিরাপত্তা ও সেবা সব সময় বজায় থাকবে। আমরা বিআরডিবি-এর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি ধাপে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পাশে আছি।”

অনুষ্ঠানে বিআরডিবি-এর স্থানীয় কর্মকর্তা, বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা প্রত্যেকেই পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নে সমবায় এবং সমন্বিত উদ্যোগের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

মুজিবনগরে রোপা আমন ও পেঁয়াজ বীজ প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের খরিফ মৌসুমে রোপা আমন ধান ও শীতকালীন পেঁয়াজ বীজ (কন্দ) ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার সকালে উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি

সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রণোদনা কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সাইফুল হুদা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ও টেকনিক্যাল বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার।

কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে,প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, ”বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব সরকার।

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজকে রোপা আমন ও শীতকালীন পেঁয়াজ বীজ বিতরণ করা হচ্ছে।

পেঁয়াজের বাজারে যেন আমাদের পরনির্ভরশীলতা কমে এবং আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি, সেজন্য এই শীতকালীন পেঁয়াজ চাষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমি আশা করি, কৃষকেরা এই সরকারি প্রণোদনার সঠিক ব্যবহার করে নিজেদের ফলন বৃদ্ধি করবেন এবং দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখবেন।”

উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, ”খরিফ মৌসুমে রোপা আমন এবং শীতকালীন পেঁয়াজের আবাদ ও উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যেই আমাদের এই বিশেষ প্রণোদনা কর্মসূচি।

অনেক সময় কৃষকেরা সঠিক সময়ে মানসম্মত বীজের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। আমরা মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের উন্নত জাতের বীজ ও প্রয়োজনীয় সার পৌঁছে দিচ্ছি। আমাদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ মাঠে থেকে কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ও রোগবালাই দমনে সব ধরনের কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবেন। সঠিক নিয়মে চাষাবাদ করলে এবার মুজিবনগরে আমন ও পেঁয়াজের বাম্পার ফলন হবে বলে আমরা আশাবাদী।

এছাড়াও মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্স ওমর ফারুক প্রিন্স সহজ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং সুবিধাভোগী প্রান্তিক কৃষকেরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত তালিকাভুক্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের

মাঝে বিনামূল্যে উন্নত জাতের রোপা আমন ধানের বীজ, শীতকালীন পেঁয়াজ বীজ (কন্দ) এবং প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে কাঠবাদাম ভেবে জিয়ালা গাছের কাঁচা ফল খেয়ে অসুস্থ ১৪ শিশু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় কাঠবাদাম ভেবে জিয়ালা গাছের কাঁচা ফল খেয়ে বিভিন্ন বয়সী অন্তত ১৪ শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

অতিরিক্ত পেটব্যথা ও বমি হওয়ায় তাদের মধ্যে ৯ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের দেওয়া চিকিৎসায় তারা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে।

হাসপাতালে ভর্তি শিশুদের মধ্যে রয়েছে মোস্তাকিন (১২), কাফি (১২), আমেনা খাতুন (৩), হালিমা (৯), রক্তিমা (১১), রিয়াদ (১১), ফেরদৌস (১০), ফুয়াদ (১২) ও মোস্তাকিম (৯)। অন্যদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা।

জানা গেছে, গত রোববার (৫ জুলাই) বিকেলে প্রতিদিনের মতো গ্রামের শিশুরা খেলতে বের হয়। একপর্যায়ে সড়কের পাশে থাকা একটি জিয়ালা গাছের কাঁচা ফল কাঠবাদাম ভেবে কয়েকটি করে খায়। মিষ্টি স্বাদের হওয়ায় শিশুরা তৃপ্তি করে ফলটি খায়। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সমস্যা দেখা না দিলেও সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পর একে একে তাদের পেটব্যথা ও বমি শুরু হয়।

বিষয়টি বুঝতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন অভিভাবকরা। অসুস্থ হয়ে পড়ে অন্তত ১৪ শিশু। তাদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

অসুস্থ শিশু মোস্তাকিনের মা শাহনাজ পারভীন বলেন, তার ছেলে বাড়ি ফেরার পরই বমি শুরু করে এবং তীব্র পেটব্যথায় ভুগতে থাকে। প্রথমে

স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হলেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হাসপাতালে ভর্তি ফুয়াদ জানায়, খেলার সময় এক বন্ধু ফলটি খেতে ভালো বলে জানালে তারা গাছ থেকে ফল পেড়ে খেতে শুরু করে।

পরে অন্য শিশুরাও তাদের দেখাদেখি ফল খায়। খাওয়ার সময় কোনো সমস্যা না হলেও বাড়ি ফেরার পর বমি ও পেটব্যথা শুরু হয়।

অভিভাবকরা জানান, জিয়ালা গাছের ফল সাধারণত কেউ খায় না। বড়রা জানলেও শিশুরা জানত না যে এই ফল খাওয়া ক্ষতিকর। এর আগে গ্রামের কেউ এ ফল খেয়েছে বলেও জানা যায়নি।

চিকিৎসক জানান, স্থানীয়ভাবে জিয়ালা কচা নামে পরিচিত বার্বাডোজ নাট গাছের ফল ও পাতা খেলে পেটব্যথা, বমি এবং তীব্র ডায়রিয়া হতে পারে। অসুস্থ শিশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং তারা বর্তমানে শঙ্কামুক্ত রয়েছে।

স্থানীয়দের ভাষ্য, জিয়ালা গাছ সাধারণত বসতবাড়ি ও ক্ষেতের বেড়া তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। গরু-ছাগলও এ গাছের পাতা বা ফল খায় না, তাই এটি বেড়া হিসেবে বেশ কার্যকর।

মেহেরপুরে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে ১১ পিস ইয়াবাসহ মো: সাজু আহমেদ (২৩) নামের একজনকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

শনিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের নীল এন্টার প্রাইজের সামনে ইয়াবা বিক্রয়কালে সেখানে ইয়াবাসহ আটক করে ডিবি।

আটক সাজু আহমেদ মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের বাসিন্দা।

মেহেরপুর জেলা ডিবি পুলিশের ওসি প্রদীপ কুমার সানা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের নীল এন্টার প্রাইজের সামনে ইয়াবা বিক্রয়কালে সেখানে ১১ পিচ ইয়াবা সহ আটক করে ডিবি।

আটককৃত সাজু আহমেদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেই আলম চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে উপজেলা প্রশাসন

একই ব্যক্তি একই সাথে একটি এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং আবার একই ইউনিয়নের সরকারি কাজী (বিবাহ রেজিস্ট্রার)!

সরকারের একাধিক প্রতিষ্ঠান বা কোষাগার থেকে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার আইনি নিষেধাজ্ঞা তোয়াক্কা না করে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইনের বিরুদ্ধে এমন নজিরবিহীন অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

তিনি তিনটি পদ থেকেই নিয়মিত সরকারি বেতন-ভাতা ও আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করছেন।

সম্প্রতি মেহেরপুর প্রতিদিনে এই সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের পর এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের একটি চিঠির প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে বলে নিশ্চিত করেছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন।

তদন্ত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মু. আলম হুসাইন ২০১৮ সালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তবে তার যোগদানের পর থেকেই

সম্প্রতি মাউশি’র জারি করা এক আদেশে বলা হয়েছে, এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী একজন এমপিওভুক্ত শিক্ষক বা কর্মচারীর একই সময়ে দুটি লাভজনক পদ থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের সুযোগ নেই।

ফলে তাঁকে এমপিও বেতন-ভাতা অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিংবা সদস্য হিসেবে প্রাপ্য সম্মানী যে কোনো একটি বেছে নিতে হবে।

মেহেরপুরে ১১ দলীয় জোটের গণমিছিল

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী ও গণভোটের গণরায় বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে গণমিছিল করেছে ১১ দলীয় জোট। শনিবার (৪ জুলাই) বিকেলে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

গণমিছিলে সভাপতিত্ব করেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাহবুব উল আলম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সুরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমির খান জাহান আলী, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি সাইদুর রহমানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

মেহেরপুরে এনটিভির ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভির ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী প্রেস ক্লাবে কেক কেটে বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে এনটিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রেজ আন উল বাসার তাপসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গাংনী প্রেস ক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উল দৌলা রেজা, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা বক্তব্য দেন।

বক্তারা বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এনটিভি বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে দেশের গণমাধ্যমে আস্থার প্রতীক হিসেবে নিজস্ব অবস্থান তৈরি করেছে। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

পরে অতিথি ও সাংবাদিকরা এনটিভির ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন এবং প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর তেঁতুলবাড়ীয়ায় বিরোধের জেরে বিষ প্রয়োগে ফসল বিনষ্টের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে বিষ প্রয়োগ করে ফসল বিনষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের মোল্লা পাড়ার শামসুদ্দিনের ছেলে বাদলের সাথে একই পাড়ার আঃ রহমানের ছেলে সুজন, হাসান এবং মৃত শাহাদতের ছেলে মান্নানের মধ্যে গত এক বছর ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছে।

এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে একাধিকবার শালিস-বৈঠকও হয়েছে। শালিসে বাদলের পক্ষে রায় হলেও সুজন ও তার লোকজন প্রথমে তা মেনে নিয়ে পরবর্তীতে প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে দু’পক্ষের মধ্যে বিরোধ আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

বাদলের অভিযোগ, এই বিরোধের জেরে গত বুধবার (১ জুলাই) দুপুরে প্রতিপক্ষ সুজন, হাসান ও মান্নান মোল্লাপাড়ার বেন্জন মাঠে তাঁর এক বিঘা জমিতে বিষ ও এসিড প্রয়োগ করে। এতে জমিতে থাকা সম্পূর্ণ লিপিয়ারা ঘাস ও ধনচে ফসল পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এতে তাঁর লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে দাবি করে বাদল বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

বাদল আরও জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার (৩ জুলাই) বিকেলে গাংনী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) অঙ্কুশ ঘটনাস্থল তদন্তে যান। পুলিশ তদন্তে এলে সুজন ও হাসান গ্যাং উল্টো বাদী পক্ষকে প্রকাশ্যে হুমকি-ধমকি প্রদান করে।

এ বিষয়ে জানতে প্রতিপক্ষ সুজন ও তাঁর লোকজনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের পাওয়া যায়নি।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী জানান, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশি তদন্ত চলমান রয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সভাপতি গনি-উল-আজম, আহসান

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

নতুন কমিটির পাশে থেকে সার্বিক সহযোগিতা করার আহ্বান জানান এবং নবগঠিত কমিটির সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করেন।

দায়ীদের আড়াল করে উল্টো প্রধান শিক্ষককে শোকজ

মেহেরপুরের গাংনীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি দেওয়ার ঘটনায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ‘সুশীলন’ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে, উল্টো ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। শিশুদের খাদ্য নিয়ে এই অনিয়ম ও পরবর্তীতে শিক্ষকের বিরুদ্ধে নেওয়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ ঘিরে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সচেতন মহলে তীব্র ক্ষোভ ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করা, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধের লক্ষ্যে চলতি বছরের ২৯ মার্চ থেকে গাংনী উপজেলার ১৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮ হাজার ৩৪৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় পাউরুটি, কলা, ডিম, দুধ ও বিস্কুট সরবরাহের দায়িত্বে রয়েছে সাতক্ষীরার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ‘সুশীলন’ এনজিও।

গত ১ জুলাই পৌর শহরের বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মসূচির আওতায় শিক্ষার্থীদের মাঝে পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি বিতরণ করা হয়। বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর নড়েচড়ে বসে শিক্ষা প্রশাসন। অভিযোগ রয়েছে, গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রশিদের সাথে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সখ্যতা থাকায় তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষক ও অভিভাবকরা জানান, শুরু থেকেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নিম্নমানের ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য সরবরাহের অভিযোগ ছিল। শিক্ষকরা

বারবার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলেও কোনো সমাধান মেলেনি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ‘সুশীলন’-এর এক কর্মকর্তা জানান, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ‘মাসোহারা’ না দিলে বিল উত্তোলনে বাধা সৃষ্টি হয়। তাই তাদের সন্তুষ্ট রেখেই এই ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “খাদ্যের মান নিয়ে অনিয়ম ধরিয়ে দেওয়া কি আমার অপরাধ হয়েছে? সত্য কথা বলায় আমাকে এখন শোকজ খেতে হলো।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদের কাছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে কেন প্রধান শিক্ষককে শোকজ করা হলো জানতে চাইলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

অন্যদিকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার মৈত্র জানান, “ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। প্রধান শিক্ষককে শোকজের বিষয়টি সমাধান করে দেওয়া হবে।

স্থানীয়রা বলছেন, শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে, সেই ‘সুশীলন’ এনজিওর বিরুদ্ধে অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত এবং সরকারি তহবিলের অর্থ লোপাট ও অনিয়মের সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।